স্মরণীয় যাঁরা-৩

ড. বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

যে পাতায় যিনি আছেন

- ১. মহম্মদ মহসীন হাজি ১১
- ২. উইলিয়াম কেরী ১৩
- ৩. ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৫
- ৪. যোগেশচন্দ্র রায় ১৭
- ৫. চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৯
- ৬. বসন্তরঞ্জন রায় ২১
- ৭. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩
- ৮. মহাত্মা গান্ধি ২৫
- ৯. মাতঙ্গিনী হাজরা ২৭
- ১০. হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ২৯
- ১১. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ৩১
- ১২. ক্ষিতিমোহন সেন ৩৩
- ১৩. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ৩৫
- ১৪. রাজশেখর বসু ৩৭
- ১৫. বিধানচন্দ্র রায় ৩৯
- ১৬. সত্যেন্দ্রনাথ বসু ৪১
- ১৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার ৪৩
- ১৮. জওহরলাল নেহরু ৪৫
- ১৯. মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ৪৭
- ২০. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ৪৯
- ২১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১
- ২২. উদয়শঙ্কর ৫৩
- ২৩. মাদার টেরেসা ৫৫
- ২৪. দীনেশচন্দ্র গুপ্ত ৫৭
- ২৫. সত্যজিৎ রায় ৫৯
- ২৬. ঋত্বিককুমার ঘটক ৬১
- ২৭. সুকান্ত ভট্টাচার্য ৬২

মহম্মদ মহসীন হাজি

শিক্ষাবিস্তার ও জনসেবার কাজে উদারমনা, দাতা মহম্মদ মহসীন হাজির জন্ম হয় পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায়। ১৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে। সমাজসেবা ও দানশীলতার জন্য তিনি সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর পিতার নাম হাজী ফয়জুল্লা। পারস্যদেশীয় ধনী বণিক ছিলেন তিনি।

মহম্মদ মহসীন দশ বছর বয়সে সিরাজী নামে এক আরবী ভাষাবিদের কাছ থেকে আরবি ও ফারসি ভাষা শেখেন। পরবর্তীকালে এ দুটি ভাষায় তিনি বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন।

প্রথম জীবনে মহম্মদ মহসীন হুগলি স্কুলে পড়াশোনা করেন। তারপর মুর্শিদাবাদের মক্তবে। আরব ও পারস্যে গিয়েও তিনি নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। কোরাণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন মহম্মদ মহসীন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাজি মহম্মদ মহসীনের নিজের হাতে-লেখা একটি কোরাণ হুগলি কলেজের লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে।

১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে মহম্মদ মহসীন দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। নানা স্থানে ভ্রমণের পর তিনি উপস্থিত হন মক্কা ও মদিনায়। এখানেই হজ করে তিনি 'হাজি' উপাধি গ্রহণ করেন।

১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে হাজি মহম্মদ মহসীন ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি পিতামাতা ও বৈমাত্রেয় বোনের অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হন। এই ধনসম্পদ থেকে হাজি সাহেব প্রভূত অর্থ ব্যয় করতে থাকেন গরিব-দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য।

জনসেবা, দরিদ্রের দুঃখমোচনের জন্য চেষ্টা, সর্বোপরি শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি অর্থ দিয়ে সর্বরকমভাবে পৃষ্ঠপোষকতার কাজ করেন। হুগলিতে একাধিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন তিনি। এ-ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোহর সহ আরো অসংখ্য স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মাদ্রাসা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন মহম্মদ মহসীন।

ধর্মকার্য ও জনহিতকর কর্মের জন্য তিনি একটি ট্রাস্টি গঠন করেন। ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর যাবতীয় ধনসম্পত্তি এই ট্রাস্টের হাতে তুলে দেন।

এই ট্রাস্টের অর্থ থেকে তাঁর নির্দেশেই হুগলিতে 'মহসীন কলেজ' স্থাপন করা হয়। তাঁর নির্দেশেই নির্মিত হয় হুগলির সুবিখ্যাত ইমামবাড়া। পশ্চিমবঙ্গের এটি একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থানও বটে।

মহম্মদ মহসীন হাজির অর্থেই হুগলির দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতালটি স্থাপিত হয়। তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী এখনও অনেক গরিব মুসলমান ছাত্রকে নিয়মিত বৃত্তি দান করা হয়, মহম্মদের রেখে-যাওয়া অর্থ থেকে। দরিদ্রের দুঃখমোচনে দয়ালু, স্পর্শকাতর, সহানুভূতিশীল এই মানুষটি শিক্ষাবিস্তারেও অসামান্য অবদানের জন্য দেশবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

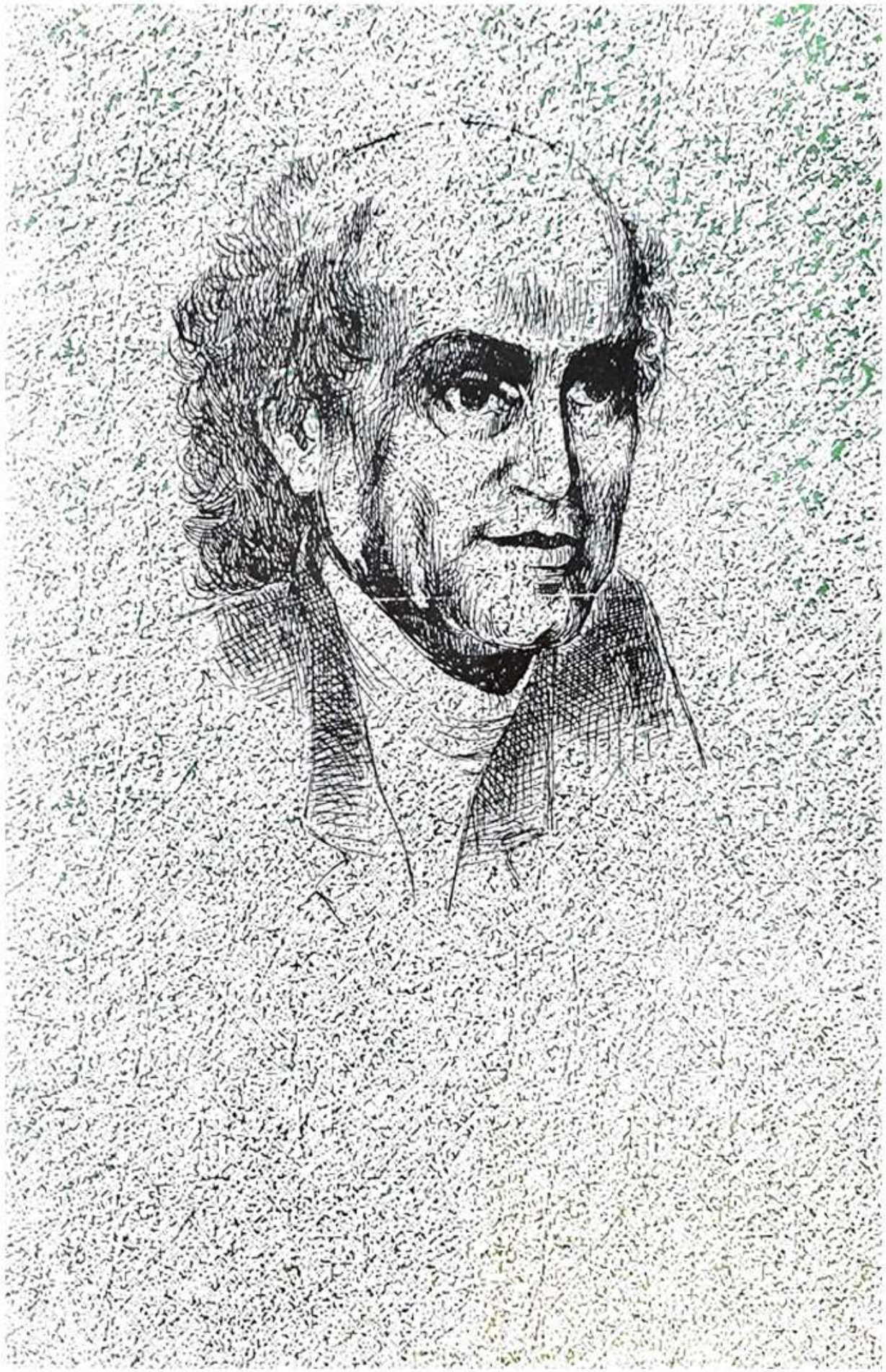

উইলিয়াম কেরী

বিশিষ্ট পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, সমাজ-সংস্কারক উইলিয়াম কেরী জন্মগ্রহণ করেন ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট। ইংল্যান্ডের নর্দাম্পটনশায়ারে। উইলিয়াম কেরী ছিলেন মিশনারি ও বাংলার গদ্যভাষার পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তক। গ্রিক, ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা সহ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদিতে সবিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন কেরী।

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কেরী ভারতে প্রথম আসেন ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে। কলকাতায় এসে রামরাম বসুর কাছে তিনি বাংলা শিক্ষা লাভ করেন। ১৭৯৪-তে কেরী মালদহের মদনবাটী নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত হন। এখানে এসে তিনি স্থানীয় কৃষক- প্রজাদের পড়াশোনার জন্য স্কুল নির্মাণ করেন।

বই ছাপার উদ্দেশ্যে ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে কেরী দেশি হরফ তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে কয়েকজন সঙ্গীসহ কেরী আসেন শ্রীরামপুরে। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশনে কেরীই নিয়ে আসেন পঞ্চানন কর্মকারকে। কেরী ও পঞ্চানন, উভয়ের প্রচেষ্টায় প্রথম বাংলা ভাষায় মুদ্রিত হয় ম্যাথু রচিত 'সমাচার' পত্রিকাটির প্রথম পাতা। সে-দিনটা ছিল ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হল প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ 'মিশন সমাচার'।

১৮০১-এর মে মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন উইলিয়াম কেরী। এখানে তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর অধ্যাপনা করেন। কেরীই প্রথম বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। কেরীর লেখা 'কথোপকথন' (১৮০১) ও 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) গ্রন্থ দুটি পড়লে বোঝা যায়, বাংলা ভাষার উপর কী অ-সাধারণ দখল অর্জন করেছিলেন তিনি।

উইলিয়াম কেরী বাংলা হরফের সংস্কার, অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় হরফ তৈরি, এ-দেশীয় কৃষি, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার জন্য অমর হয়ে আছেন দেশবাসীর হৃদয়ে।

এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি-র প্রতিষ্ঠা (১৮২৩) কেরীর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। ১৮২৪-এ এই সংস্থার সভাপতির পদ অলংকৃত করেন কেরী। তাঁর রচিত প্রায় অর্ধশত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 'নিউ টেস্টামেন্ট', 'বাংলা ব্যাকরণ'; 'ওল্ড টেস্টামেন্ট; 'বাংলা-ইংরাজি অভিধান' ইত্যাদি।

সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা ও পেশার (পাদুকা-নির্মাতা) একজন মানুষ হয়েও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষায় যে-দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

গদ্য পাঠ্য-পুস্তকের প্রবর্তক হিসেবে বাংলা গদ্যের বিকাশের ইতিহাসে কেরী একটি প্রাতঃস্মরণীয় নাম। এই মহানের মৃত্যু হয় ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই জুন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক ও সমাজতত্ত্ববিদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতায়। ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণের আদি নিবাস ছিল হুগলি জেলায়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজে প্রথমে ছ-বছর পড়াশোনা করেন। তারপর ইংরেজি শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজে (১৮৩৯-৪৫) পড়াশোনা করেন। এখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ। কৃতী ছাত্র হিসেবে কলেজে বৃত্তি পেতেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৪৭-এ চন্দননগর সেমিনারি স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এরপর কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। হাওড়া স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি হুগলি নরমাল স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানেই শিক্ষকতা করেছেন তিনি।

স্যার উইলিয়াম হান্টারের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কমিশনে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম সদস্য। বঙ্গদেশ কমিটির পক্ষে শিক্ষাবিষয়ক যে মূল্যবান প্রতিবেদনটি রচিত হয়েছিল তা ভূদেব মুখোপাধ্যায়েরই লেখা। বিহারে হিন্দিভাষাকে শিক্ষা-মাধ্যম করার ব্যাপারে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অসামান্য অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

সরকারি কাজের গুরুত্বপূর্ণ সব পদে নিযুক্ত থেকেও সাহিত্যকর্মে কখনই বিরত থাকেননি ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সফল ঔপন্যাসিক বলা হলেও তাঁরও আগে রোমান্টিক উপন্যাস লিখেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তাঁর রচিত 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' ও 'সফল স্বপ্ন' (১৮৫৭) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রবন্ধকার হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট স্থান উল্লেখ করার মতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর রচিত 'পুরাবৃত্তসার' (১৮৫৮), 'ইংল্যান্ডের ইতিহাস' (১৮৬২), 'রোমের ইতিহাস' (১৮৬৩), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৯০৪) ইত্যাদি গ্রন্থ গুলির কথা। বিশেষ করে 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থটিতে ইংরেজ আসার পর ভারতীয় সমাজের যে তথ্যসমৃদ্ধ গভীর বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ-কর্তব্য তিনি নির্ধারণ করেছেন, তাতে তাঁর বিশিষ্ট মৌলিক ভাবনা ও প্রতিভার পরিচয় মেলে।

'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৯৫) গ্রন্থটিতে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। আর শিক্ষানীতির মূল্যবান আলোচনা করেছেন তাঁর 'শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬) গ্রন্থটিতে। তাঁর জ্যামিতির বই 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' (১৮৬২) এবং যন্ত্রবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 'প্রাকৃতিকবিজ্ঞান' (১৮৫৮-১৮৫৯) গ্রন্থ দুটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ্য 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৫), পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৭৬), 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৯৫) ইত্যাদি।

এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মৃত্যু হয় ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই মে।